Islami Ain O Bichar
Vol. 14, Issue: 55
July–September, 2018

প্রত্যাশানুযায়ী সন্তান লাভে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন : ইসলামী শরীয়ার আলোকে একটি বিশ্লেষণ

Maintaning Scientific Methods in Getting Expected Children : An Analysis in the Light of Islamic Law

Muhammad Saad Hasan*
Md. Rabiul Hasan**
Md. Husain Ahmad***

ABSTRACT

Blessing with expected children is a cherished avenue. Nowadays, many couples use various methods with a view to getting certain sexed children. Prevention of genetic disease, desire for economic growth, attaining status and so forth lead a couple to struggle to conceive certain gender based child. There exists a variety of ways, by maintaining which; certain gender based child expectation process is followed. Among them, scientific method is the dominant one. This article in applying analytical method, tries to examine the legality of using this method-to what extent it complies with shari'ah principles. Hence it presents the opinions of contemporary Islamic jurists while especially focusing on the judgment (fatwā) of Fiqh Academy, Mecca Mukarrama concerning this subject. Equipped with such more opinions, this paper attempts to explore the sharī'ah standpoint with regard to the use of scientific method and thereby offers a guiding principle for scholars who want to talk about this issue.

Keywords: Sex Determination; Genetic Test; Testtube, Shettles method.

* Muhammad Saad Hasan is a Senior Research Officer, Bangladesh Islamic Law Research And Legal Aid Centre, email: shferoz1996@gmail.com
** Md. Rabiul Hasan is a M.A Student, Department of Qur'anic Sciences and Islamic Studies, International Islamic University Chittagong, Bangladesh, email: rabiulhasan131017@gmail.com
*** Md. Husain Ahmad is a M.A Student, Department of Qur'anic Sciences and Islamic Studies, International Islamic University Chittagong, Bangladesh, email: hussainahmad1994@gmail.com

সারসংক্ষেপ

প্রত্যাশানুযায়ী সন্তান লাভ একটি আকাঙ্ক্ষার বিষয়। বর্তমান সময়ে অনেকে কাঙ্ক্ষিত লিঙ্গের সন্তান লাভের জন্য নানাবিধ পদ্ধতি অবলম্বন করে। বংশগত রোগের সংক্রমণ রোধ, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লাভ, সামাজিক প্রতিপত্তির অধিকারী হওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট লিঙ্গের সন্তান প্রত্যাশা করা হয়। নির্দিষ্ট লিঙ্গের সন্তান নির্বাচনের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির শরয়ী বিধান বর্ণনার উদ্দেশ্যে এ প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনা পদ্ধতিতে রচিত এ প্রবন্ধে উক্ত বিষয়ে সমকালীন উলামায়ে কেরামের মতামত, পক্ষ-বিপক্ষের দলীল-প্রমাণ ও এগুলোর পর্যালোচনা এবং ফিক্হ একাডেমি, মক্কা আল-মুকাররামার সিদ্ধান্ত তুলে ধরা হয়েছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের আলোকে আলোচিত এ বিষয়টির স্বরূপ স্পষ্ট হবে এবং শরীয়া বিশেষজ্ঞদের জন্য এ বিষয়ে শরয়ী সমাধান প্রদান করা সহজ হবে বলে আশা করা যায়।

মূলশব্দ: লিঙ্গ নির্ধারণ, জেনেটিক টেস্ট, টেস্ট টিউব, শ্যাটলীয় পদ্ধতি।

ভূমিকা

প্রত্যাশানুযায়ী পুত্র বা কন্যা সন্তান লাভ করা প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রীর পরম চাওয়া, বিশেষত ঐ সকল দম্পতির, যাদের শুধুমাত্র পুত্র সন্তান বা কন্যা সন্তান রয়েছে। নির্দিষ্ট লিঙ্গের সন্তান লাভ এমন একটি প্রসঙ্গ, যার উল্লেখ স্বয়ং কুরআন মাজীদেও রয়েছে। যেমন, আল্লাহ তাআলার বাণী:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ* ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا * وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۞

মানুষের জন্য তাদের আকাঙ্ক্ষার বিষয়সমূহ- নারী, ছেলে সন্তান, পুঞ্জীভূত সোনা-রূপা, চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদিপশু ও ক্ষেত-খামারের প্রতি আকর্ষণকে সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে। এসব কিছু পার্থিব জীবনের ভোগ্যসামগ্রী মাত্র। আর আল্লাহ, তাঁর নিকটে রয়েছে উত্তম ঠিকানা (Al-Qurān 03:14)।

তাছাড়া কুরআন মাজীদে এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, আগত সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলার নির্দেশেই হয়। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ* يَخْلُقُ مَا يَشَاء* يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا* وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا * إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۞

আসমান ও যমীনসমূহের নিয়ন্ত্রণ কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র কব্জায়। তিনি যা ইচ্ছা তা সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। আবার কাউকে পুত্র ও কন্যা উভয়টি দান করেন, আর যাকে চান নিঃসন্তান করে দেন। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী (Al-Qurān 42:49-50)।

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, কাউকে সন্তান লাভের মত নিয়ামত দান করা বা না করা অথবা শুধু পুত্র বা কন্যা সন্তান দান করা বা উভয়টিই দান করা কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুবাদে চিকিৎসা শাস্ত্রবিদগণ আগত সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর অগ্রগতি লাভ করেছেন। পৃথিবীর বহু দেশে এমন ক্লিনিক ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, যেখানে ডাক্তারগণ মানুষের চাহিদা অনুযায়ী পুত্র বা কন্যা সন্তান লাভে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি কি নিজের পছন্দমত পুত্র বা কন্যা সন্তান গ্রহণ করতে পারবে? সমকালীন আলেমগণ শরয়ী নুসূস (Text), ফিকহী মূলনীতি ও সম্মিলিত ফিকহ বোর্ডের মতামত ও ফাতাওয়ার আলোকে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রদানের চেষ্টা করেছেন।

যেহেতু এটি একটি আধুনিক বিষয়, তাই এ প্রসঙ্গে গ্রন্থাকারে বিস্তারিত আলোচনা অপ্রতুল। তা সত্ত্বেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো:

১. اختيار جنس الجنين، عبدالفتاح محمود ادريس (ভ্রূণের লিঙ্গ নির্বাচন, আব্দুল ফাত্তাহ মাহমূদ ইদরীস)

২. اختيار جنس الجنين بسبب المرض الوراثى ، مازن اسماعيل (বংশানুক্রমিক রোগ থেকে বাঁচার জন্য ভ্রূণের লিঙ্গ নির্বাচন, মাযিন ইসমাঈল)

৩. المختصر المفيد فى تحديد جنس الوليد ، عبدالرحمن عبدالله يحيٰى. (গর্ভস্থ সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ, আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ ইয়াহ্ইয়া)

৪. اختيار جنس الولود و حكمه الشرعى ، عبدالرشيد بن محمد قاسم (গর্ভস্থ সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণের শরয়ী বিধান, আব্দুর রশীদ বিন মুহাম্মাদ কাসিম)

৫. اختيار جنس الجنين بين العلم والفقه ، يوسف قرضاوى (বিজ্ঞান ও ফিকহের দৃষ্টিতে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্বাচন, ইউসুফ কারযাবী)

৬. رؤية شرعية فى تحديد جنس الجنين ، خالد المصلح (ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ: শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি, খালেদ আল-মুসলিহ)

আরবী ভাষার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষায়ও এ বিষয়ে কিছু গ্রন্থ ও রচনা রয়েছে। যেমন-

1. Chasing the gender dream, jennifer merrill. thompson, published by aventire press USA 2004.
2. Ethical considerations in sex selection, Abdol Azim Nejatizadeh, Iran Nasim A.
3. Ethical issues of biotechnology and genetic engineering An Islamic perspective, Soini S.
4. The interface between assisted reproductive technologies and genetics: Technical, social, ethical and legal issues, Eur J Hum Genet 2006.

আলোচ্য প্রবন্ধে লিঙ্গ নির্বাচনের সংজ্ঞা, নির্বাচনের কারণ এবং এ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত প্রাকৃতিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহের ব্যবহার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরিশেষে এ জিজ্ঞাসার জবাব দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে যে, ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমান দম্পতি পছন্দমত লিঙ্গের সন্তান গ্রহণের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারবে কি না ?

লিঙ্গ নির্বাচন ও কারণ

সাধারণভাবে লিঙ্গ নির্বাচন বলতে পছন্দসই পুত্র বা কন্যা সন্তান লাভের জন্য গর্ভ ধারণের পূর্বে কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করাকে বুঝায়। লিঙ্গ নির্বাচনের পিছনে সামাজিক, রাজনৈতিক ও স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন কারণ কাজ করে থাকে।

সেন্টার ফর হিউমেন রিপ্রোড. এর ভাষায় লিঙ্গ নির্বাচন বলা হয়,

> Gender selection, or sex selection, is a fertility procedure used to choose the gender of a baby prior to conception.
>
> অর্থাৎ লিঙ্গ নির্বাচন হলো, গর্ভ ধারণের একটি গর্ভাধান পদ্ধতি, যা নির্দিষ্ট লিঙ্গের সন্তান লাভের জন্য গ্রহণ করা হয় (Center for Human Reprod 2005)।

ইংরেজি অভিধান 'কলিন্‌স' এর ভাষায় লিঙ্গ নির্বাচন বলা হয়,

> The practice of attempting to control the sex of a baby in orderto achieve a desired sex, through various scientific methods.
>
> বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে পছন্দসই লিঙ্গের সন্তান লাভের জন্য একটি বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার অনুশীলন (Collins, 2014)।

বংশগত রোগের সংক্রমণ

এমন কিছু বংশগত রোগ রয়েছে, যা একই লিঙ্গের সন্তানের মাঝে সংক্রমিত হয়। যেমন, হিমোফিলিয়া (Haemophilia), এটি রক্তের তঞ্চন ঘটিত এক প্রকার রোগ। এর দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিদের রক্ত তঞ্চিত হয় না এবং রক্তক্ষরণজনিত কারণে আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুও হতে পারে। জীববিজ্ঞানের তথ্যানুযায়ী হিমোফিলিয়া রোগে নারী অপেক্ষা পুরুষরাই বেশি আক্রান্ত হয়। তাছাড়া, হিমোফিলিয়া আক্রান্ত পুরুষের সাথে একজন স্বাভাবিক নারীর বিয়ে হলে কেবল কন্যা সন্তান তা বহন করে এবং পরবর্তীতে তার পুত্রদের মধ্যেও তা সঞ্চালিত হয়। এদিকে হিমোফিলিয়া রোগে আক্রান্ত নারীর সাথে একজন স্বাভাবিক পুরুষের বিয়ে হলে সকল কন্যা সন্তান স্বাভাবিক হবে, কিন্তু পুত্র সন্তানদের মাঝে ৫০% হিমোফিলিয়ায় আক্রান্ত হবার আশংকা থাকে (Ajmal and Asmat 2016, 258)। ডাক্তারগণ অনুসন্ধান করে এরকম প্রায় দু'শত রোগ সনাক্ত করেছেন, যা শুধুমাত্র পুত্র সন্তানদের মাঝে সংক্রমিত হয়। এমতাবস্থায় পিতা-মাতা কন্যা সন্তান গ্রহণ করাকে শ্রেয় মনে করেন। আবার কতক নারী এমন যে, তারা বংশীয় রোগের কারণে এক লিঙ্গের সন্তান অধিক হারে প্রসব করে (Jones)। তাই বংশীয় ও পারিবারিক সমস্যার সমাধানকল্পে তারা ভিন্ন লিঙ্গের সন্তান গ্রহণ করে থাকে।

কখনো কখনো উল্লেখিত কারণ ছাড়াও শুধুমাত্র সামাজিকতা রক্ষার স্বার্থে নির্দিষ্ট লিঙ্গের সন্তান গ্রহণ করে থাকে। যেমন- অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লাভ, সমাজে প্রভাব বিস্তার ইত্যাদি। আবার কখনো সরকার জনসাধারণকে রাষ্ট্রীয় স্বার্থে নির্দিষ্ট লিঙ্গের সন্তান গ্রহণের প্রতি উৎসাহিত করে থাকে। যেমন, দেশের শিল্প-কারখানাগুলোতে কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধি বা সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ইত্যাদি। আবার কখনো কোনো নির্দিষ্ট লিঙ্গের সংখ্যা অধিক পরিমাণে হ্রাস পেলে বিপরীত লিঙ্গের সন্তান গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা হয়।

লিঙ্গ নির্বাচনের পদ্ধতি

লিঙ্গ নির্বাচনের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। এগুলো মৌলিকভাবে দুই প্রকার। যথা-

১. প্রাকৃতিক পদ্ধতি ২. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

১. প্রাকৃতিক পদ্ধতি

লিঙ্গ বাছাইয়ের এমন পদ্ধতি যেখানে তৃতীয় ব্যক্তির হস্তক্ষেপ বা সহযোগিতার প্রয়োজন হয় না। এটাকে প্রাকৃতিক পদ্ধতি বলে। নিম্নে এমন কিছু পদ্ধতির উল্লেখ করা হলো:

ক. দুআ

সন্তান-সন্ততি এক মহা-নিয়ামত। কুরআন মাজীদে এ বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে যে, সন্তানের মত মহা নিয়ামত লাভ কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হলেই সম্ভব। অনুরূপ পুত্র বা কন্যা সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণও আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাধীন। এসব কিছু লাওহে মাহফূযে পূর্বলিখিত রয়েছে, যাতে কোনো ধরনের কোনো পরিবর্তন হয় না। কিন্তু একমাত্র দুআ এমন এক শক্তি, যা তাকদীরকেও পরিবর্তন করে দিতে পারে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

لا يرد القضاء الا الدعاء.

দু'আ ব্যতীত অন্য কোনো কিছু তাকদীরকে পরিবর্তন করতে পারে না (Al-Tirmidhī 1417H, 438, 2139)।

এ কারণেই দেখা যায়, আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও নবীগণ সন্তান লাভের জন্য দুআ করেছেন। যেমন হযরত ইবরাহীম আ. সন্তান লাভের জন্য দুআ করেছেন-

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ۞

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান করুন (Al-Qurān, 37:100)।

হযরত যাকারিয়্যা আ.-ও সন্তান লাভের দুআ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সে ঘটনার বিবরণ এভাবে দান করেছেন-

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ * قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً * إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ۞

সেখানে যাকারিয়্যা তার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপনার পক্ষ থেকে সৎ বংশধর দান করুন, নিশ্চয় আপনি দুআ শ্রবণকারী (Al-Qurān, 3:55)।

এমনকি হযরত মারইয়াম আ.-এর মা বায়তুল মাকদিসের খিদমতের জন্য নির্দিষ্ট করে পুত্র সন্তান লাভের দু'আ করেছিলেন। কিন্তু এর বিপরীতে তিনি কন্যা সন্তান (মারইয়াম-কে) প্রসব করেছিলেন। সে ঘটনা কুরআন মাজীদেও বর্ণিত হয়েছে-

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى* وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ * وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى۞

স্মরণ কর, যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভস্থ সন্তানকে আমি একান্ত আপনার জন্য উৎসর্গ করলাম। সুতরাং আপনি আমার থেকে তা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। অতঃপর যখন সে তাকে প্রসব করল, তখন সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো কন্যা

সন্তান প্রসব করেছি; অথচ সে যা প্রসব করেছে সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সম্যক অবগত, আর ছেলে তো মেয়ের মত নয় (Al-Qurān, 3:35)।

কখনো কখনো এমন হয় যে, মানুষ তার আকাঙ্ক্ষা মাফিক সন্তান পায় না, তখন বুঝতে হবে যে, নিশ্চয় এতে আল্লাহর পক্ষ হতে কোনো কল্যাণ নিহিত রয়েছে, আর মানুষ সে কল্যাণ না বুঝার কারণে নিরাশ হয়ে যায়। এমন লোকদের উচিত মার্ইয়াম আ. এর মায়ের ঘটনা স্মরণ করা।

খ. ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা)

কুরআন, হাদীস ও বুযুর্গ ব্যক্তিবর্গের আমল দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, ইস্তিগফার-এর মাধ্যমে জাগতিক অন্যান্য প্রাচুর্যের সাথে সাথে সন্তানও লাভ করা যায়। যেমন, নূহ আ. আপন কওমকে ইস্তিগফার এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করে বলেছেন,

اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۞

তোমরা আপন প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি মহাক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের প্রতি প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, ধন-সম্পদ ও পুত্র সন্তান দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন, আর তোমাদেরকে দান করবেন বাগ-বাগিচা এবং তোমাদের জন্য প্রবাহিত করবেন নদী-নালা (Al-Qurān, 71:10-12)।

এমনিভাবে হুদ আ. ও তাঁর গোত্রকে ইস্তিগফার এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করে বলেছেন,

وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۞

হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আপন পালনকর্তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর প্রতি ধাবিত হও। তিনি তোমাদের প্রতি মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের শক্তিকে আরো বৃদ্ধি করবেন, আর তোমরা অপরাধী হয়ে ফিরে যেওনা (Al-Qurān, 11:52)।

এ আয়াতে তওবা ও ইস্তিগফারকে শক্তি বৃদ্ধির কারণ বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাফসীরে রূহুল বয়ান-এর গ্রন্থকার ইসমাইল হক্কী 'কাশিফী' এর উদ্ধৃতি দিয়ে এখানে 'শক্তি'-র ব্যাখ্যা পুত্র সন্তান দ্বারা করেছেন (Hoqqī ND, 4/147-148)।

জাবির রা. বলেন: একবার এক আনসারী সাহাবী নবীজী সা. এর নিকট এসে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমার এখনো পর্যন্ত কোনো সন্তান হয়নি। তখন নবীজী স. বললেন:

فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ كَثْرَةِ الِاسْتِغْفَارِ وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ تُرْزَقُ بِهَا.

'তুমি কেন অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার ও সদকা করছ না! এর মাধ্যমে তুমি জীবিকা লাভ করবে।' এরপর থেকে ঐ ব্যক্তি অধিক পরিমাণে সদকা ও

ইস্তিগফার করত। জাবির রা. বলেন, ফলে তার ঔরসে নয়জন পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে (Abū Ḥanīfa 1985, 587)।

গ. সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা

কাঙ্ক্ষিত লিঙ্গের সন্তান লাভের আরেকটি পদ্ধতি হলো, সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা করা। পুত্র সন্তান লাভ করতে চাইলে মায়ের জন্য পটাশিয়াম ও সোডিয়াম সমৃদ্ধ খাবার বেশি খেতে হবে। আর যে সকল খাবারে ম্যাগনেশিয়াম ও ক্যালশিয়াম রয়েছে সেগুলোর আহার কমিয়ে দিতে হবে। কারণ, পটাশিয়াম ও সোডিয়াম পুরুষালি ক্রোমোজোম (বিশেষ কোষ) তৈরিতে অধিক সহায়ক। যার ফলে পুরুষালি উপাদান মেয়েলি উপাদানের উপর প্রাধান্য লাভ করে এবং পুত্র সন্তান প্রসবের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। অপরদিকে কন্যা সন্তান লাভের জন্য ম্যাগনেশিয়াম ও ক্যালশিয়াম জাতীয় খাবার বাড়িয়ে দিতে হবে। তাহলে কন্যা সন্তান প্রসবের সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। যদি কোনো নারী কয়েক মাস নিয়মিত উপরোল্লিখিত নিয়মে খাবার খায়, তাহলে তার জননেন্দ্রিয় ও জরায়ুতে এমন উপাদান তৈরি হবে এবং এমন পরিবর্তন সাধিত হবে, যার ফলে তার কাঙ্ক্ষিত সন্তান লাভ সহজ হবে বলে আশা করা যায় (Abdur-Rashīd ND, 22)।

ঘ. নির্দিষ্ট সময়ে সহবাস

লিঙ্গ নির্বাচনের প্রাকৃতিক পদ্ধতির মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ে সহবাস (Sex Timing/توقيت الجماع)ও একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসরণীয় পদ্ধতি। মার্কিন গবেষক ল্যানড্রুম বি শ্যাটলস ও ডেভিট রোরভিক তাদের রচিত How to Choose the Sex of Your Baby: The Method Best Supported by Scientific Evidence গ্রন্থে (Shettles & Rorvik 2006) এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করেছেন যে, নির্দিষ্ট সময়ে ও পদ্ধতিতে সহবাসের মাধ্যমে ইচ্ছানুযায়ী ছেলে বা মেয়ে সন্তান জন্মদান সম্ভব। তাদের মতে, স্ত্রীর ডিম্ব স্ফোটনের ৩ দিন পূর্বে থেকে ডিম্ব স্ফোটন পর্যন্ত সময়কালে সহবাস করলে পুত্র সন্তান এবং মাসের অন্যান্য সময়ে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণের প্রবল সম্ভাবনা থাকে। ল্যানড্রুম বি শ্যাটলস ১৯৬০ এর দিকে এ তত্ত্ব আবিষ্কার করেন এবং ডেভিট রোরভিক এতে সহযোগিতা করেন। পাশ্চাত্যে তত্ত্বটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা পায়; এমনকি এটি শ্যাটলিয় পদ্ধতি (Shettles method) হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

২. সন্তান নির্বাচনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

এর দ্বারা এমন পদ্ধতি উদ্দেশ্য, যাতে স্বামী-স্ত্রী ছাড়াও তৃতীয় ব্যক্তির সাহায্য নিতে হয়। যেমন- ইঞ্জেকশন গ্রহণ, টেস্ট টিউব বেবি এবং কৃত্রিমভাবে রেণু প্রবিষ্টকরণ পদ্ধতি ইত্যাদি। নির্দিষ্ট লিঙ্গের সন্তান নির্বাচনের জন্য ল্যাবরেটরি বা স্বাস্থ্য সেবাদান কেন্দ্রে গিয়ে এ সকল পদ্ধতির সাহায্য নিতে হয়। নিম্নে এমন কিছু পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হলো:

ক. টেস্ট টিউব বেবির পদ্ধতি

টেস্ট টিউব গর্ভধারণের একটি কৃত্রিম পদ্ধতি। গবেষণাগারে পুরুষের থেকে শুক্রাণু ও মহিলার থেকে ডিম্বাণু সংগ্রহ করে দেহের বাইরে কাঁচের পাত্রে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিশ্রণ ঘটিয়ে নিষিক্ত ডিম্বাণুকে জরায়ুতে স্থাপন করে গর্ভধারণের ব্যবস্থা করা হয়।

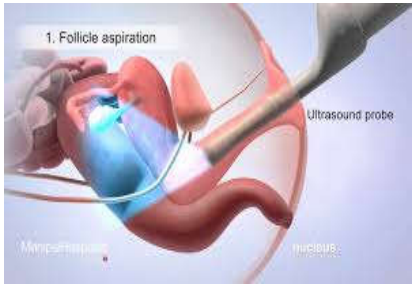

এ প্রক্রিয়ার নাম ইন ভিট্রো ফারটিলাইজেশান (In Vitro Fertilization), যাকে সংক্ষেপে IVF Process বা 'কৃত্রিম গর্ভধারণ পদ্ধতি' বলা হয় (Ruffenach, 2009)। এ প্রক্রিয়াটি 'টেস্ট টিউব পদ্ধতি' এবং ভূমিষ্ঠ শিশুটি 'টেস্ট টিউব বেবি' নামে সাধারণভাবে প্রচলিত। স্বামী, স্ত্রী বা উভয়ের মাঝে প্রজননজনিত কোনো সমস্যা থাকার কারণে স্বাভাবিকভাবে গর্ভধারণ সম্ভব না হলে এ কৃত্রিম পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। ১৯৭৮ সালের ২৫ জুলাই লন্ডনের ওল্ডহ্যাম জেনারেল হসপিটালে Patric Steptoe Ges ও Robert Edwards এর তত্ত্বাবধানে জন্ম নেয় বিশ্বের সর্বপ্রথম টেস্ট টিউব বেবি 'লুইস জয় ব্রাউন' (Louise Joy Brown) নামের কন্যা শিশুটি। বাংলাদেশে প্রথম ত্রয়ী টেস্ট টিউব বেবি হিসেবে জন্ম গ্রহণ করে হীরা, মনি ও মুক্তা। এদের জন্ম হয় ২০০১ সালের ৩০ মে। এদের পিতা ও মাতা যথাক্রমে আবু হানিফ ও ফিরোজা বেগম। এ দম্পতি Bangladesh Assited Conception Center (BACC) and Women's Hospital (WH)-ঢাকা- এর ড. ফাতেমা পারভীন-এর তত্ত্বাবধানে ১৯৯৪ সাল থেকে চিকিৎসা নিয়ে ৬ বছর পর সন্তানত্রয় জন্মদানে সক্ষম হন। বর্তমানে বাংলাদেশেও এ প্রযুক্তি নিয়ে সাফল্যজনকভাবে কাজ চলছে। বেশ কয়েকটি বেসরকারি আই.ভি.এফ. সেন্টারও রয়েছে (Ajmal and Asmat ND, 209-211)

খ. জিন-গত টেস্টিং প্রক্রিয়া

জিন-গত টেস্টিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভ্রূণের জেনেটিক অবস্থা নির্ণয় করা যায়। জিন হলো DNA অণুর একটি অংশ, যা জীবের বংশগতির মৌলিক ভৌত ও কার্যিক একক এবং যা বংশ থেকে বংশান্তরে জীবের বৈশিষ্ট্য বহন করে (Warnock, 1991)। এ কারণে মানুষের গর্ভ থেকে মানুষ আর পশুর গর্ভ থেকে পশুর জন্ম হয়

(Ajmal and Asmat ND, 244)। শুক্রাণু ও ডিম্বাণু নিষিক্ত হওয়ার পর আটটি কোষবিশিষ্ট একটি ভ্রূণ সৃষ্টি হয়, যার মাইক্রোস্কোপি পরীক্ষার পর ভ্রূণের একটি কোষকে আলাদা করা হয় (Paliwal, 2014), অতঃপর এর মাঝে বিদ্যমান ক্রোমোজমগুলোর অবস্থা যাচাই করে নিষিক্ত শুক্রাণু ও ডিম্বাণুতে নবজাতকের লিঙ্গ যাচাইয়ের পর কাঙ্ক্ষিত লিঙ্গকে জরায়ুতে প্রতিঃস্থাপন করা হয়। যদি প্রথম ধাপে নিষিক্ত ডিম্বাণুকে জরায়ুতে না রেখে কাঙ্ক্ষিত লিঙ্গের ধারক জাইগোটকে জরায়ুতে প্রতিঃস্থাপন করা হয়, তাহলে কাঙ্ক্ষিত লিঙ্গের সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লিঙ্গের সন্তান প্রসবের সম্ভাবনা ৯৯.৯% বলে মনে করা হয়। (CHR 2014)।

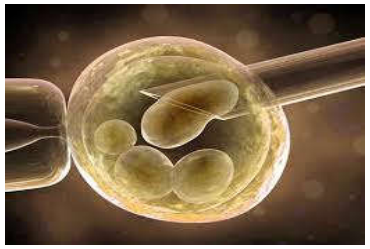

গ. নির্বাচিত উপাদান প্রয়োগের মাধ্যমে ভ্রূণ সৃষ্টি

এ পদ্ধতিতে শুক্রাণু হতে মেয়েলি বা পুরুষালি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী উপাদানগুলোকে আলাদা করে কাঙ্ক্ষিত লিঙ্গের উপাদানগুলোকে নারীর ডিম্বাণুর সাথে একীভূত করা হয় (Paliwal, 2014)। এতে কৃত্রিমভাবে নারীর জরায়ুতে শুক্রাণু প্রবেশ করাতে হয় অথবা সরাসারি জরায়ুতে ইঞ্জেকশন প্রদান করতে হয়। এ পদ্ধতিটি সাফল্যের বিচারে অনেক বেশি কার্যকর। এর সাফল্যের হার ৯০% থেকে ৯৫% (Al-Bār ND, 476)।

লিঙ্গ নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর অবদান

কুরআনে কারীমের আয়াতসমূহের মাঝে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝে আসে যে, নারী ও পুরুষের বীর্যের মিশ্রণে মানুষের সৃষ্টি। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى . مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى

> তিনি আল্লাহ, যিনি নারী ও পুরুষের যুগল সৃষ্টি করেছেন, বীর্য থেকে যখন তা স্খলিত হয় (Al-Qurān, 53:45-46)।

تُمْنَى এর ধাতুমূল إمناء অর্থ হল, একটি বস্তুকে অপর আরেকটি বস্তুর উপর নিক্ষেপ করা। এই আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, মানুষের সৃষ্টির মাঝে নারী-পুরুষের অবদান শুধুমাত্র বীর্য প্রদান করা। অতঃপর তার থেকে ভ্রূণ সৃষ্টি হয় এবং সেই ভ্রূণকে পর্যায়ক্রমে মানব সন্তানে রূপ দেয়া মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলারই কুদরত।

অপর এক আয়াত থেকে এ বিষয়টিও প্রতিভাত হয় যে, শুধু পুরুষের বা নারীর বীর্য প্রদান করাই যথেষ্ট নয়; বরং নারী ও পুরুষের বীর্যের মিশ্রণও জরুরী। আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ * نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞

নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্রিত শুক্রাণু থেকে, যাতে করে আমি তাকে পরীক্ষা করি। অতঃপর আমি তাকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান করেছি (Al-Qurān, 76:2)।

এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাইয়্যেদ কুতুব রহ. 'ফী যিলালিল কুরআন'-এ লিখেছেন: 'আমশাজ' ধাতুমূল এখানে 'ইখতিলাত' বা মিশ্রণের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হতে পারে এখানে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের সৃষ্টি হলো পুরুষের শুক্রাণু ও নারীর ডিম্বাণুর মিশ্রণ থেকে। আর এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বীর্যের মাঝে অবস্থিত এক বিশেষ উপাদান, যাকে আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় 'জিন' বলা হয় (Qutub 2011, 6/376)।

ছাওবান রা. থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারাও এ বিষয়টির সমর্থন পাওয়া যায়। এক ইয়াহুদী নবীজী স. এর কাছে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। তখন নবীজী স. বলেছিলেন:

مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ، فَإِذَا اجْتَمَعَا، فَعَلَا مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ، أَذْكَرَا بِإِذْنِ اللهِ، وَإِذَا عَلَا مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ، آنَثَا بِإِذْنِ اللهِ.

পুরুষের বীর্য শুভ্র বর্ণের হয় এবং নারীর বীর্য হলদে বর্ণের হয়। যখন উভয়ের বীর্য মিশ্রিত হয়, অতঃপর পুরুষের বীর্য মহিলার বীর্যের ওপর প্রাধান্য লাভ করে, তখন আল্লাহর অনুমতিক্রমে ছেলে সন্তানের জন্ম হয়। আর যখন মহিলার বীর্য পুরুষের বীর্যের ওপর প্রাধান্য লাভ করে, তখন সেখান থেকে আল্লাহর অনুমতিক্রমে কন্যা সন্তান জন্ম লাভ করে (Muslim 2006, 154, 315)।

হাদীসের ব্যাখ্যাকারকগণ উল্লেখিত হাদীসে 'বীর্যের প্রবল হওয়া' কথাটির দু'টি অর্থ বর্ণনা করেছেন। যথা- ১. আগে বীর্যপাত হওয়া। ২. কামবাসনার আধিক্যের বিচারে বীর্য অধিক ও শক্তিশালী হওয়া (Nawawī 1407 H, 12/257)।

এ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, নারী-পুরুষের মিলনের পরই সন্তানের লিঙ্গ সনাক্ত হয়, তবে যার বীর্য প্রবল হবে সন্তান তার সমজাতীয় হবে।

ড. মুহাম্মাদ আলী আল-বার এর মতে, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এ কথা স্বীকৃত যে, শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিশ্রণের পরই প্রাণীর লিঙ্গ নির্ধারিত হয়। পুং লিঙ্গের ইঙ্গিতবহনকারী Y শুক্রাণু যখন ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয় তখন ছেলে সন্তান আর স্ত্রী লিঙ্গের

ইঙ্গিতবহনকারী X শুক্রাণু যখন ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয় তখন আল্লাহর নির্দেশে কন্যা সন্তান জন্ম লাভ করে (Al-Bār, 2000)।

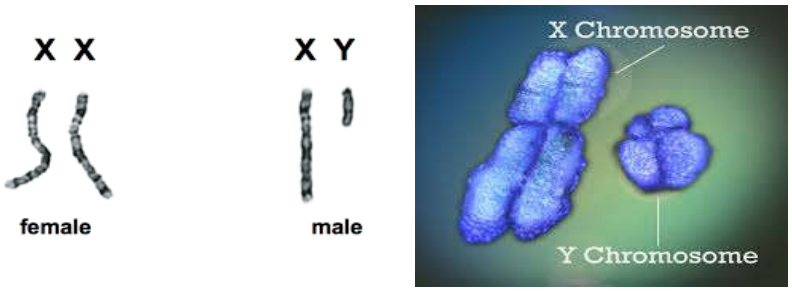

সুতরাং আমরা এ কথা বলতে পারি যে, পুরুষের শুক্রাণুই লিঙ্গ নির্ধারণ করে, যেমন আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী থেকেও এ বিষয়টির ইঙ্গিত পাওয়া যায়:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى . مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى ۞

তিনি আল্লাহ, যিনি নারী ও পুরুষের যুগল সৃষ্টি করেছেন, বীর্য থেকে যখন তা স্খলিত হয় (Al-Qurān, 53:45-46)।

সুতরাং, এর ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিশ্রণের মাধ্যমেই শিশুর সৃষ্টি হয়। কিন্তু লিঙ্গের নির্ণয় পুরুষের শুক্রাণুর মাধ্যমে হয়। কারণ, তার বীর্যের মাঝে ছেলে ও মেয়ে উভয় লিঙ্গের উপাদান থাকে।

মায়ের গর্ভে অবস্থানকালে শিশুর লিঙ্গ নির্ণয়

সাধারণ মানুষের ধারণা এমন যে, গর্ভস্থিত সন্তানের সকল অবস্থা অদৃশ্যের সংবাদসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যার জ্ঞান আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কারো নেই। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۞

আল্লাহ তাআলা জানেন প্রত্যেক গর্ভধারিণী মা তার গর্ভে কী ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কমে ও বাড়ে। আল্লাহর নিকট সকল কিছুর জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রয়েছে (Al-Qurān, 13:8)।

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۞

নিশ্চয় কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকট রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং জানেন, গর্ভে কী রয়েছে। কোনো ব্যক্তি জানে না, সে আগামীকাল কী অর্জন

করবে, আর কোনো ব্যক্তি জানে না যে, সে কোথায় মৃত্যু বরণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সকল বিষয়ে অবগত (Al-Qurān, 31:34)।

উপরোল্লিখিত আয়াতে অদৃশ্যের পাঁচটি জ্ঞানের উল্লেখ রয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন:

مَفَاتِيحُ الغَيْبِ خَمْسٌ، لاَ يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ: لاَ يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ إِلَّا اللَّهُ، وَلاَ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي المَطَرُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ، وَلاَ تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِلَّا اللَّهُ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ.

অদৃশ্যের চাবিকাঠি হলো পাঁচটি বিষয়, আল্লাহ ছাড়া তা আর কারো জানা নেই। জরায়ুতে জিনিস কমে যায়, তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেনা। আগামীকাল কী হবে, তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেনা। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেনা যে, কখন বৃষ্টি হবে; আর কোনো ব্যক্তি জানে না, ভূখণ্ডে তার মৃত্যু হবে। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না, কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে (Al- Bukhārī 1987, 6944)।

উল্লেখিত আয়াতসমূহ ও হাদীস থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, জরায়ুতে যা কিছু হয় তার জ্ঞান শুধু আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে, তাহলে মানুষ তা কী করে জানবে?

বস্তুত, মানুষের স্বল্প ও সীমিত জ্ঞান আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কেননা, আয়াতে জ্ঞান বলতে বিস্তারিত জ্ঞান উদ্দেশ্য। কারণ আয়াতে ما অব্যয় রয়েছে, যা ব্যাপকতার অর্থ বহন করে। সুতরাং তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এ শিশু কত বছর হায়াত পাবে, তার জন্ম জায়গায় হবে, শিশুর খাদ্য যা মায়ের শরীরের রক্ত থেকে সরবরাহ হয় তা কম না বেশি ইত্যাদি। ما অব্যয়টি তার ব্যাপকতার কারণে শিশুর সৃষ্টির শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সবকিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে (Al-Qaradāwī 2000, 1/576)।

তাফসীরে ইবনে কাছীরে বলা হয়েছে:

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞানের সংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁর কাছে পৃথিবীর কিছুই গোপন থাকে না। এমনকি গর্ভবতী মায়ের গর্ভ সম্পর্কেও তিনি পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন। যেমন আল্লাহ তাআলা সূরা লুকমান এর ৩৪ নং আয়াতে বলেছেন, وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ (তিনি জানেন যে, গর্ভে কী রয়েছে), অর্থাৎ, তিনি জানেন যে, গর্ভস্থিত সন্তানটি কি ছেলে না মেয়ে, সুদর্শন না কুৎসিত, সৌভাগ্যশালী না দুর্ভাগা, তার হায়াত কম না বেশি (Ibn Kathīr 1999, 4/435)।

অনুরূপ সূরা লুকমানের উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে:

এই পাঁচটি বিষয় অদৃশ্যের চাবিকাঠি, যার জ্ঞান কেবল আল্লাহ তাআলারই রয়েছে। আল্লাহ ছাড়া এ সকল বিষয়ের জ্ঞান আর কারো নেই। তবে যদি আল্লাহ তাআলা কাউকে জানিয়ে দেন তবেই সে জানতে পারবে। ...অনুরূপ মায়ের গর্ভে আল্লাহ তাআলা কী সৃষ্টি করতে চান তা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না; কিন্তু যখন

ছেলে বা মেয়ে সন্তান হওয়ার, সৌভাগ্যশালী বা হতভাগা হওয়ার আদেশ প্রদান করেন তখন দায়িত্বশীল ফেরেশতা ও সৃষ্টিজীবের মধ্য হতে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ চান তারাই শুধু জানতে পারে (Ibn Kathīr 1999, 6/352)।

আল্লামা ওয়াহবাহ যুহাইলী বলেন: গর্ভস্থিত ভ্রূণটি পূর্ণাঙ্গ মানবরূপ পাবে কি না, যদি পায় তাহলে তার স্বভাব-চরিত্র কী রকম হবে, তা ছেলে হবে না মেয়ে এসব কিছু আল্লাহ তা'আলা জানেন। যদি ডাক্তারগণ আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আগত সন্তানের লিঙ্গ (ছেলে না মেয়ে) সনাক্ত করতে পারে, তাহলে কেবলমাত্র এটিকে অদৃশ্যের জ্ঞান বলা হবে না। কেননা, এ বিষয়টি ছাড়াও আরো অনেক বিষয় চিকিৎসকদের নিকট অজানা রয়ে গিয়েছে, যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে জানা সম্ভব নয় (Az-Zuḥailī 1418, 21/ 179)। ইমাম কুরতুবী বলেছেন: দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গর্ভস্থিত সন্তানের ব্যাপারে কিছু তথ্য জানা যায়, যেমন-শিশুটি কি ছেলে না মেয়ে ইত্যাদি (Qurtubī ND, 14/82)।

সুতরাং এ কথা প্রতীয়মান হলো যে, শুধুমাত্র নবজাতকের লিঙ্গ সনাক্ত করতে পারাকেই অদৃশ্যের জ্ঞান বলা যায় না এবং তা আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিকও নয়।

সন্তানের লিঙ্গ নির্বাচনের শরয়ী বিধান

ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, সন্তানের লিঙ্গ নির্বাচনের দুটি পদ্ধতি রয়েছে। ১. প্রাকৃতিক পদ্ধতি ২. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

লিঙ্গ নির্বাচনের প্রাকৃতিক পদ্ধতি অবলম্বন যেমন- দুআ, ইস্তিগফার, সুষম খাদ্য গ্রহণ, নির্দিষ্ট সময়ে সহবাস ইত্যাদি জায়িয। কারণ বৈধ উদ্দেশ্যে বৈধ পদ্ধতি অবলম্বন করতে কোনো সমস্যা নেই, আর এসব প্রাকৃতিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে গিয়ে কোনো হারাম কাজের আশ্রয় নিতে হয় না। তবে সংখ্যাজ্ঞান, চান্দ্রমাস ও চাইনিজ চার্ট অনুযায়ী সময় নির্ধারণ করা জায়িয নেই। কারণ এ বিষয়গুলো নিতান্তই ধারণা প্রসূত এবং জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কিত। তাছাড়া এসব কিছুতে অদৃশ্যের সংবাদ জানারও এক প্রকার দাবি করা হয় (Khālid Bakar 1420H, 8-11)।

সন্তানের লিঙ্গ নির্বাচনের জন্য কৃত্রিম বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে কি না, এ বিষয়ে মোট চারটি মত পাওয়া যায়।

প্রথম মত

কতক শরীয়া বিশেষজ্ঞের মতে সন্তানের লিঙ্গ নির্বাচনের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করা নাজায়িয। এ মতের প্রবক্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন:

১. ড. মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল জাওয়াদ আন-নাতশাহ, বিচারপতি, শরীয়া আদালত, জর্ডান। তিনি বলেন:

من خلال عرض مسألة التحكم في جنس الجنين و الوسائل الحديثة المستخدمة فإن الباحث يميل إلى حرمة كل هذه الوسائل، لما يترتب عليها من العبث بماء الرجل، بما يدخل الشك إلى الأنساب.

সন্তানের লিঙ্গ নির্বাচন এবং এ কাজে ব্যবহৃত আধুনিক উপকরণ সম্পর্কে পর্যালোচনা করলে গবেষক উক্ত উপকরণসমূহের ব্যবহার হারাম হওয়ার মতকেই গ্রহণ করবেন। কারণ তাতে সন্তানের বংশ পরিচয়ে সংশয় সৃষ্টি হওয়ার কারণে শুক্রাণুর অপব্যহার করা হয় (Ibn ‘Abdul Jauwād 1422, 1/234)।

২. শাইখ ফয়সাল মৌলবি, বিচারপতি, শরীয়া আদালত, লেবনন (Muṣliḥ ND, 7)।

৩. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية সৌদি আরবের ফাতওয়া ও গবেষণা সংস্থার স্থায়ী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত ফাতওয়ার বিষয়বস্তুও তাই। উক্ত কমিটি মনে করে সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাধীন। যেমন ১৫৫২ নং ফাতওয়ায় এ কথা বর্ণিত হয়েছে: স্বামী, ডাক্তার বা কোনো বৈজ্ঞানিক সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ করতে পারে, এমন দাবি একেবারেই মিথ্যা। অনুরূপ ফাতওয়া নং: ১৯৪৫৮, তারিখ: ১৮/২/১৪১৮ হি. থেকেও এ বিষয়টি প্রতীয়মান হয় (Al-Lajnah Ad-Dāyima 1411H, 2/16, 172)।

দ্বিতীয় মত

অধিকাংশ সমকালীন উলামায়ে কিরাম ও ফিক্বহী একাডেমিসমূহের সিদ্ধান্ত মতে একান্ত নিরুপায় হয়ে, প্রয়োজনের তাগিদে শর্তসাপেক্ষে নবাগত সন্তানের লিঙ্গ নির্বাচনের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন জায়িয আছে (Qadāyā Ṭibbiyyah 1995, 2/303)। যারা জায়িযের পক্ষে মত দিয়েছেন তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলেন:

- শাইখ আব্দুল্লাহ আল-বাসসাম, সভাপতি, হাইকোর্ট, তায়েফ; সদস্য, রাবেতুল আলম আল-ইসলামীর-এর অধীন আল-মাজমাউল ফিকহী আল-ইসলামী।
- মুস্তফা আহমাদ আয-যারকা, বিশিষ্ট ফকীহ, সিরিয়া।
- ইউসুফ আল-কারযাবী, বিশিষ্ট ফকীহ ও ইসলামী চিন্তাবিদ।
- আব্দুল্লাহ বিন বায়্যাহ, সদস্য, আল-মাজমাউল ফিকহী আল-ইসলামী; সহ সভাপতি, আল-ইত্তিহাদুল আলমী লিউলামায়িল মুসলিমীন।
- নসর ফারীদ ওয়াসিল, গ্র্যান্ড মুফতী, মিসর; সদস্য, আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধীন মাজমাউল বুহুসিল ইসলামিয়্যাহ।
- মুহাম্মাদ রাফাত উসমান, চেয়ারম্যান, মাজমাউল বুহুসিল ইসলামিয়্যাহ মিসর-এর অধীন মাজমাউল বুহুসিল ফিকহিয়্যাহ।

- আলী জুম‘আহ, গ্র্যান্ড মুফতী, মিশর; সদস্য, হাইআতু কিবারিল উলামা, আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়।

এছাড়াও জর্ডানের ফাতাওয়া বোর্ড ও কুয়েতের ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয়ের অধীন ফাতাওয়া পরিষদ থেকেও এমন সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে (Muṣliḥ ND, 6-7)।

ড. ইউসুফ আল-কারযাবী বলেন:

قد يرخص الدين في عملية اختيار جنس الجنين، و لكنها يجب أن تكون رخصة للضرورة أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة، و إن كان الأسلم و الأولى تركها لمشيئة الله (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ.

কখনো কখনো ইসলামী শরীয়াহ সন্তানের লিঙ্গ নির্বাচনের জন্য অস্ত্রোপচারের অবকাশ প্রদান করে; তবে এ অবকাশ একান্ত ঠেকা কিংবা নিতান্ত প্রয়োজনের কারণে। যদিও বিষয়টিকে আল্লাহর ইচ্ছার ওপর ন্যস্ত করাই অধিকতর নিরাপদ ও কল্যাণকর। কারণ আল্লাহ বলেন: “আর আপনার পালনকর্তা যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন (Al-Qurān 28:20)।” (Qarḍāwī, 1424 H. 1/575)

আব্দুন নাসির আবুল বাসাল বলেন:

اختيار جنس الجنين ليس فيه تطاول على مشيئة الله... و الأولى ترك هذه المسئلة و عدم التدخل فيها، فهي جائزة مع الكراهة بشرط عدم الدخول في مشكلة إجهاض النطف دون سبب إلا في حالات الضرورة، وهي الحالات التي يترتب عليها حياة أو حمل الجنين لمرض ما إذا كان ذكرا أو أنثى...، و يصبح اختيار جنس الجنين محرما إذا لم تكن هناك حاجة داعية، أو ادت هذه العملية إلى اختلال التوازن في أعداد الذكور أو الإناث في المجتمع.

সন্তানের লিঙ্গ নির্বাচনের বিষয়টি আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীত প্রচেষ্টা নয়। তবে এ প্রচেষ্টা না করা এবং এ প্রসঙ্গে জড়িত না হওয়াই উত্তম। যদিও সন্তানের লিঙ্গ নির্বাচন শর্ত সাপেক্ষে জায়িয; তবে তা মাকরূহও বটে। সেই শর্ত হলো- একান্ত ঠেকা ব্যতীত অকারণে শুক্রাণূ বিনষ্ট করা যাবে না। একান্ত ঠেকার অর্থ হলো, এমন অবস্থা যার সাথে জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িত অথবা গর্ভস্থ সন্তান ছেলে বা মেয়ে হলে কোনো জটিল রোগ বহন করবে...। বরঞ্চ সন্তানের লিঙ্গ নির্বাচনের জন্য কৃত্রিম পদ্ধতি অবলম্বন করা হারাম হবে, যদি একান্ত প্রয়োজন ছাড়াই শুধু শখের বসে মানুষ এ প্রক্রিয়া গ্রহণ করে কিংবা এ অস্ত্রোপচারের কারণে সমাজের নারী পুরুষের সংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হয় (‘Abdun Naṣir 1421, 2/724)।

এদিকে উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক নাসির আব্দুল্লাহ মায়মান বলেন: মাজমাউল ফিকহিল ইসলামীর ষোড়শতম অধিবেশনে ড. আব্দুন নাসির আবুল বাসাল-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি আমাকে এ মর্মে অবহিত

করেন, তিনি পূর্বের মত প্রত্যাহার করেছেন এবং অবশেষে নাজায়িয হওয়ার মতকেই গ্রহণ করেছেন (Mayman 2006, 22/71)

তাছাড়া কুয়েতের ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয়ের অধীন ফাতওয়া বোর্ড থেকেও জায়িয হওয়ার পক্ষে ফাতওয়া প্রদান করা হয়েছে। ফাতওয়া নম্বর: ৯৪/৯৮, তারিখ: ৩/৩/১৪২৯ ঈ. (Mayman 2006, 22/71)।

তৃতীয় মত

কেউ কেউ এভাবে পার্থক্য করেছেন: যদি সন্তানের লিঙ্গ নির্বাচন প্রাকৃতিক পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে হয় এবং তাতে স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অন্য কারো হস্তক্ষেপ না থাকে, যেমন- সহবাসের সময় নির্ধারণ, সুষম খাদ্য গ্রহণ ইত্যাদি, যেসব পদ্ধতি গ্রহণ করতে গিয়ে কোনো নিষিদ্ধ কাজের আশ্রয় নিতে হয় না, তবে তা জায়িয ('Abdur Rashīd 1422, 61-62)। ড. আব্দুল্লাহ বিন বায়্যাহ প্রমুখ এ মতের প্রবক্তা বলে বর্ণিত আছে। নিষিদ্ধ কাজের উদাহরণ হচ্ছে- সকল উপকরণের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে ভুলে গিয়ে এসকল উপকরণের ওপর ভরসা করা এবং এসব কিছুকেই মূল কার্য নির্বাহী বলে বিশ্বাস করা।

চতুর্থ মত

কেউ কেউ আবার এ বিষয়ে কোনো মত প্রদান থেকে বিরত থেকেছেন। যেমন-

১. ড. উমর সুলাইমান আশকার। তিনি বলেন: এ বিষয়টি ইজতিহাদ ও দীর্ঘ গবেষণার দাবি রাখে।
২. ড. তাওফীক আল-ওয়ায়ী-এর মতে এ বিষয়টি অদৃশ্যের জ্ঞান সম্পর্কিত। সুতরাং তার স্বরূপ প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

ড. নাসির আব্দুল্লাহ মায়মান বলেন: ১৪০৩ হি. সনে অনুষ্ঠিত নদওয়াতুল ইনজাব ফী যাওয়িল ইসলাম-এ তাদের এ অবস্থান ছিল। কিন্তু যেহেতু পরবর্তীতে বিষয়টির স্বরূপ স্পষ্ট হয়েছে, যেমন- অধিকাংশ আলেম শর্ত সাপেক্ষে জায়িয হওয়ার মত প্রদান করেছেন, তাই প্রবল ধারণা মতে পরবর্তীতে তাদের মতও পরিবর্তন হয়ে থাকবে। মহান আল্লাহই সর্বজ্ঞ (Mayman 2006, 22/73)।

নাজায়িয- প্রবক্তাদের দলীল

১. আল-কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ۞

তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন (Al-Qurān, 41: 49)।

এই আয়াত থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, সকল কিছুর কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর হাতে, সবকিছু তার ইচ্ছা মাফিক হয়। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন, আর যাকে

ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। এ বণ্টনের উদ্দেশ্য হলো, বান্দাদের সবর ও শোকরের পরীক্ষা নেয়া। অতএব, তার মাঝে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা, তাতে রদবদল করা আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট না থাকার পরিচায়ক (Fadal 1995, 2/ 303)।

২. অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন:

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ * وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ۞

আল্লাহ তাআলা জানেন প্রত্যেক নারী তার গর্ভে কী ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কমে ও বাড়ে। আল্লাহর নিকট সকল কিছুর জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রয়েছে (Al-Qurān, 13:8)।

এ আয়াত থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, জরায়ুতে যা কিছু সংঘটিত হয়, তা আল্লাহ তা'আলা ভালো করেই জানেন। কাজেই তাতে হস্তক্ষেপের অধিকার মানুষের নেই (Abdur Rashid 1422H, 50)। ড. মুফতী আব্দুল ওয়াহিদ বলেন, যখন কারো এ কথা জানা নেই যে, তার জন্য কি পুত্র সন্তান সৌভাগ্যের কারণ, না কন্যা সন্তান বরকতের কারণ, তখন এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা তার জন্য জায়িয নেই ('Abdul Wahīd 2006, 294)।

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন:

لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُوتَشِمَاتِ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ.

আল্লাহ অভিসম্পাত করেন ঐ সকল মহিলাদের উপর যারা উল্কি অঙ্কন করে, যারা উল্কি অঙ্কন করায়, যারা চেহারার লোম (বা চুল) উপড়ায়, যারা সৌন্দের্যের জন্য দাঁতের মাঝে ফাঁকা করে, আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন সাধন করে (Al-Bukhārī 1987, 4886, 5931, 5939, 5943)।

এ হাদীস শরীফের মাঝে আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে পরিবর্তন সাধনকে নাজায়িয বলা হয়েছে। যেহেতু নির্দিষ্ট লিঙ্গের সন্তান নির্বাচনের কারণে সৃষ্টির মাঝে পরিবর্তন সাধিত হয়, তাই এ হাদীসের আলোকে তা নাজায়িয (Ibn 'Abdul Jauwād 2001, 1/232)।

৪. এটি শির্কের একটি অসীলা। অর্থাৎ এটি 'রুবূবিয়্যাত' তথা পালনকর্তার সাথে শির্কের মাধ্যম। তাই শির্কের মহামারি থেকে উম্মতকে বাঁচাতে এমন কাজ নিষিদ্ধ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

৫. লিঙ্গ যাচাইয়ের জন্য নারীর থেকে উপাদান-উপকরণ নিতে হয়, অতঃপর তা ফারটিলাইয বা নিষিক্ত করে আবার মহিলার জরায়ুতে পুনঃস্থাপন করতে হয়। আর এসব কিছুর জন্য মহিলাকে পরপুরুষ বা মহিলার (ডাক্তার) সামনে সতর খুলতে হয়। কাজেই তা নিষিদ্ধ হবে (Al-Bār 2005, 438)।

৬. এ লিঙ্গ যাচাইয়ের কারণে বংশ পরিচয় অস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। অথচ শরীয়ত বংশ পরিচয় সংরক্ষণের ব্যাপারে সীমাহীন গুরুত্ব প্রদান করেছে। অনিষ্টতার এ ছিদ্রপথ বন্ধ করণার্থে এমন কাজ নিষিদ্ধ হওয়াই বিবেকের দাবি (Fadal 1995, 2/298)।

৭. কৃত্রিম পদ্ধতিতে গর্ভধারণ শুধুমাত্র বন্ধ্যা ও এ জাতীয় অন্যান্য মহিলাদের জন্য একান্ত অপরাগতার কারণে জায়িয রাখা হয়েছে। কিন্তু যখন স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সন্তান প্রসবের যোগ্যতা থাকে, চাই তা কন্যা সন্তানই হোক না কেন তাদের জন্য কৃত্রিম পদ্ধতি অবলম্বন করা জায়িয হবে না (Fīris 1995, 2/305)।

৮. পুত্র সন্তান গ্রহণের একটি আবশ্যিক ফলাফল হলো, এক পর্যায়ে নারী ও পুরুষের সংখ্যার মাঝে ভারসাম্য বজায় থাকবে না; বরং পুরুষের সংখ্যা ধীরে ধীরে অনেক বেড়ে যাবে। ফলে এক সময় পুরো সমাজ ও দেশ আক্রান্ত হয়ে পড়বে। তাই এ ব্যাপক মহামারির রোধকল্পে এমন কাজের ওপর নিষিদ্ধতা আরোপ করাটাই যুক্তির দাবি। এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে, চীন। যেখানে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে একের অধিক সন্তান গ্রহণের প্রতি নিষিদ্ধতা আরোপ করা হয়। যেহেতু স্বভাবতই মানুষ পুত্র সন্তান গ্রহণে বেশি আগ্রহী, তাই এ ঘোষণার পর দম্পতিরা সন্তানের লিঙ্গ নির্বাচনে আগ্রহী হয়ে উঠল। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যখন জানতে পারতো গর্ভস্থ সন্তানটি মেয়ে তখন তারা গর্ভপাত ঘটাতো- এ আশায় যে, ভবিষ্যতে হয়তো তারা পুত্র সন্তান লাভ করবে। এক পর্যায়ে পুরুষের সংখ্যার হার নারীর তুলনায় অনেক বেড়ে গেল। তখন সুশীল সমাজ এ সিদ্ধান্তের অপকারিতা অনুধাবন করতে পারল। এ কারণে চীনের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এ মর্মে বিবৃতি দিয়েছেন: "সন্তানের লিঙ্গ সনাক্তকরণের কারণে সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এবং এ সমস্যা ক্রমেই প্রকট হচ্ছে। তাই এ সমস্যার সমাধানকল্পে উক্ত আইনের সংশোধন প্রয়োজন।" পরিশেষে চীনের নীতিনির্ধারকগণ গর্ভস্থ সন্তানের লিঙ্গ যাচাইয়ের প্রতি নিষিদ্ধতা আরোপ এবং এ কাজে জড়িতদের জন্য শাস্তির বিধান প্রণয়নের কথা ভাবছেন (Mayman 2006, 22/78; www.china.cn)।

৯. আধুনিক এ পদ্ধতি জাহেলি যুগের কন্যা সন্তানকে জীবিত কবর দেয়ার সদৃশ। বর্তমান যুগেও কন্যা সন্তান বাদ দিয়ে পুত্র সন্তান গ্রহণের জন্য এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে। সুতরাং এ সাদৃশ্যের কারণে তা জায়িয হতে পারে না (Sa'īd 1995, 2/300)।

জায়িয- প্রবক্তাদের দলীল

১. কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, আল্লাহর প্রিয় নবীগণ বিশেষ লিঙ্গের সন্তান কামনা করে দুআ করেছেন। যেমন, নূহ আ. (Al-Qurān, 71:10-12) এবং যাকারিয়্যা আ. (Al-Qurān, 19:5-6) পুত্র সন্তানের জন্য দুআ করেছেন।

অনুরূপভাবে মারইয়াম আ. (Al-Qurān, 3:36) এর মা পুত্র সন্তান লাভের জন্য দুআ করেছেন। আর এ কথা সুবিদিত যে, যে বিষয়ের জন্য দুআ করা জায়িয, তা বৈধ উপায়ে অর্জনের চেষ্টা করাও জায়িয। (Uthmān 1995, 1/339)।

২. ফিকহের একটি মূলনীতি হচ্ছে, মানুষদের থেকে কষ্ট ও অসুবিধাকে দূর করা। যেমন, ইমাম সুয়ূতী ও ইবনে নুজাইম আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ির গ্রন্থে বলেন: الضرر يزال : ক্ষতির উপরকণ দূর করা হবে (Suyūtī, J. 1403, 7; Ibn Nujayem 1403H, 94)।

অল্লাহ তাআলার পবিত্র বাণী: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.

আর আল্লাহ দীনের উপর চলার ক্ষেত্রে তোমাদের উপর সংকট আরোপ করেননি (Al-Qurān, 22:77)।

দেখা যায়, কখনো কখনো কোনো নারী শুধুই কন্যা সন্তান প্রসব করে এবং এ কারণে সে স্বামী কিংবা স্বামীর পরিবারের পক্ষ থেকে দুর্ব্যবহারের শিকার হয়, এমনকি অনেক সময় তালাকের হুমকিরও শিকার হয়, আবার একই লিঙ্গের সন্তান জন্ম দানের কারণে কখনো পুরুষকেও ভর্ৎসনার শিকার হতে হয়। অথবা নির্দিষ্ট লিঙ্গের সন্তান হলে সে রোগাক্রান্ত হওয়ার প্রবল আশংকা থাকে। এসব কিছুই বিপরীত লিঙ্গের সন্তান গ্রহণের একান্ত প্রয়োজন বলে বিবেচিত। এমতাবস্থায় যদি মেডিকেল সাইন্সের সাহায্যে এ সংকটকে দূর করতে চায় তাহলে এর অবকাশ রয়েছে (Abdur Rashīd 1422H. 68-69)।

৩. আল্লাহ তাআলা সন্তান-সন্ততিকে সৌন্দর্যরূপে আখ্যা দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا۞

ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি হলো পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য। আর যে নেক কাজ বাকী থেকে যায় তা আপনার প্রতিপালকের নিকট অতি উত্তম, পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য এবং আকাঙ্ক্ষার বস্তুরূপে (Al-Qurān, 18:46)।

আমর ইবন শুআইব রহ. থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন যে, স্বীয় বান্দার উপর যেন তাঁর দেয়া নিয়ামতের বহিঃপ্রকাশ ঘটে (Ibn Hambal 2001, 25/182)। সন্তান-সন্ততি আল্লাহর দেয়া নিয়ামত। সকল মানুষই সুস্থ ও সুন্দর সন্তান কামনা করে। কেউই রুগ্ন বা প্রতিবন্ধী সন্তান কামনা করে না। তাই জায়িয পদ্ধতিতে এই নিয়ামত অর্জন ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে সমস্যা নেই (Abdur Rashīd 1422H, 77-78)।

৪. ছাওবান রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে পুত্র ও কন্যা সন্তান জন্মের রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে (Muslim 2006, 154, 315)। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, একবার উম্মে সুলাইম রা. রাসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞাসা করলেন: যদি মহিলা তাই দেখে যা

পুরুষ দেখে তাহলে এর বিধান কী?[১] তখন নবীজী স. বললেন: মহিলা দেখলে গোসল করবে। উম্মে সালামা রা. বর্ণনা করেন: আমি কিছুটা লজ্জা পাচ্ছিলাম যে, আসলেই কি এমনটি হয়..? তখন নবীজী স. বললেন: তাই যদি না হতো তাহলে সন্তান (পিতা-মাতার) সদৃশ কীভাবে হয়? পুরুষের বীর্য গাঢ় সাদা রঙের হয় আর নারীর বীর্য পাতলা হালকা হলুদ রঙের হয়। দু'জনের মধ্য হতে যার বীর্য প্রবল হয় সন্তান তারই সদৃশ হয় (Muslim 2006, 153, 311)।

উক্ত হাদীসের আলোকে প্রতীয়মান হয়, সন্তান পুত্র বা কন্যা হওয়ার পেছনে একটি প্রাকৃতিক নিয়ম রয়েছে। সুতরাং চিকিৎসক পুত্র বা কন্যা সন্তান লাভের জন্য যে চেষ্টা-তদবীর করে থাকে তাও সেই নিয়মের অনুসরণ বলে গণ্য হবে। তবে এসব কিছু শরীয়তের গণ্ডির মধ্যে থেকেই করতে হবে (Ibn Nujaim 2005, 3/410)।

৫. সাহাবায়ে কিরাম আযল করতেন। আযল বলা হয় স্ত্রী সহবাসের সময় মহিলার জননেন্দ্রিয়ের বাইরে বীর্যপাত ঘটানো। যখন নবীজী সা. এর কাছে আযল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো তখন তিনি বললেন:

اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا.

চাইলে তুমি তার (স্ত্রীর) সাথে আযল কর, তার ভাগ্যে যা লিখা রয়েছে তা সংঘটিত হবেই (Muslim 2006, 656, 1439)।

এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয়, আযল জায়িয আছে, আর আযল হলো জন্ম নিয়ন্ত্রণের একটি পদ্ধতি। যখন জন্ম নিয়ন্ত্রণকেই আল্লাহর কুদরত ও তার মালিকানায় হস্তক্ষেপ বলে বিবেচনা করা হয়নি; বরং ফকীহগণ স্ত্রীর অনুমতিক্রমে আযল করাকে জায়িয বলেছেন (Khosru 1/315), তাহলে বিশেষ এক লিঙ্গের সন্তান গর্ভধারণের পরিবর্তে অন্য লিঙ্গের সন্তান গ্রহণকে কীভাবে নাজায়িয বলে আখ্যা দেয়া হবে! কাজেই নির্দিষ্ট লিঙ্গের সন্তান গ্রহণ জায়িয ('Abdur Rashīd 1422H, 79)।

৬. শরীয়তের একটি মূলনীতি হলো:

الأصل في الأشياء الإباحة حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِ الْإِبَاحَةِ.

বস্তু হালাল হওয়াই তার মৌলিক রূপ, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ পাওয়া যায় (Ibn Nujaim 1999, 1/56)।

এই মূলনীতির আলোকে এমন উপকারী বিষয়ের সন্ধান করা জায়িয আছে, যেখানে হারাম কাজে জড়িত হতে হয় না। আর নির্দিষ্ট লিঙ্গের সন্তান গ্রহণে হারাম কাজে জড়িত হতে হয় না (Uthmān 1995, 1/ 339)।

[১]. অর্থাৎ যদি কোন মহিলার স্বপ্নদোষ হয় এবং এর ফলে বীর্যপাত হয় তাহলে কি পুরুষের ন্যায় তার জন্যও গোসল করা ফরয হবে?

জায়িয প্রবক্তাদের পক্ষ হতে নাজায়িয প্রবক্তাদের দলীলের জবাব

১. এ পদ্ধতিতে পুত্র বা কন্য সন্তান নির্বাচন "আসবাব" অর্থাৎ উপকরণের পর্যায়ভুক্ত, আর সন্তান দান আল্লাহর হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই দান করেন। যেমন জীবিকা অন্বেষণ করা হলো মাধ্যম আর দাতা হলেন আল্লাহ তাআলা। অনুরূপ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট লিঙ্গের সন্তান কামনা করাও একটি মাধ্যম, আর উক্ত পদ্ধতিকে কার্যকর করা মহান আল্লাহর ইচ্ছাধীন। এটাকে আল্লাহর ফয়সালায় হস্তক্ষেপ বলা চলে না (Al-Qaradāwī 1983, 95)।

২. এ পদ্ধতি অবলম্বন করাকে আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীত তখন বলা শুদ্ধ হবে, যখন তার ফলাফল নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়, অথচ তার ফলাফল নিশ্চিত নয়; বরং বীর্য বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর সেই বীর্য থেকে গর্ভ ধারণের সম্ভাবনা মাত্র ৭০% ('Abdur Rashīd 1422H, 50)।

৩. কখনো কখনো দেখা যায়, কাঙ্ক্ষিত সন্তান লাভে উল্লেখিত সকল শর্ত বজায় রাখা সত্ত্বেও ফলাফল আশানুরূপ হয় না। এটিই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাধিকারের প্রমাণ। আর কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহের মাঝে যে নিষিদ্ধতার কথা বর্ণিত হয়েছে তার সম্পর্ক হলো, গণক ও জ্যোতিষদের সাথে, যারা উপকরণ ছাড়াই অদৃশ্যের সংবাদ জানার দাবি করে (Mayman 2005, 3/440)।

৪. আল্লাহ তাআলার ইল্‌ম হলো বিস্তর, অসীম, অকাট্য ও সুনিশ্চিত, তার মাঝে ভুল বা সন্দেহের লেশমাত্র নেই। এদিকে মানুষের ইল্‌ম হলো সীমিত, ধারণাপ্রসূত ও সন্দেহমূলক, যার মাঝে ভুলের প্রবল সম্ভাবনা থাকে। কাজেই মানুষের এ ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতাকে সৃষ্টিকর্তার সাথে শির্‌ক বলার অবকাশ নেই (Ibn Muhammad 2001, 272)।

৫. আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে পরিবর্তন সাধনের কথাটি তখন বিশুদ্ধ হবে যখন অস্তিত্বে আসার পর তার মাঝে হস্তক্ষেপ করা হবে । অস্তিত্বে আসার পূর্বে জিনিসের মাঝে প্রক্রিয়াকরণকে আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে পরিবর্তন বা হস্তক্ষেপ বলা যায় না। এদিকে লিঙ্গ নির্বাচনের জন্য যেসকল চেষ্টা-তদবীর করা হয়, তা শিশুর অস্তিত্বে আসার অনেক পূর্বে হয়ে থাকে। সে সময় তো গর্ভস্থিত সন্তানের মাঝে রূহ আসে না। অতএব, এটি আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে পরিবর্তন বলে বিবেচিত হবে না (Ashqar ND, 103)।

৬. এই পদ্ধতি আসবাব বা উপকরণের পর্যায়ভুক্ত। আর উপকরণের ব্যবহার শরীয়ত মতে বৈধ; বরং এ চিকিৎসার ব্যবহার উক্ত শাস্ত্রের প্রচারের মাধ্যমও বটে।

৭. চিকিৎসার প্রয়োজনে ডাক্তারের সামনে প্রয়োজন পরিমাণ সতর খোলার অনুমতি আছে (Ibn 'Abdul Jauwād ND, 885; Khosru 1/315)।

৮. বন্ধ্যা ও নিঃসন্তান নারীদেরকে চিকিৎসার মাধ্যমে যেমন সন্তান ধারণের ব্যবস্থা করা জায়িয, অনুরূপ সন্তানকে বংশগত রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত রাখাও তার পর্যায়ভুক্ত ('Abdun-Nasir 2005, 3/393)।

৯. এ পদ্ধতি অবলম্বন করলে সমাজে নারী-পুরুষের সংখ্যার মাঝে সমতা বা ভারসাম্য নষ্ট হয় না। কেননা যেমন অনেক লোক পুত্র সন্তানের আকাঙ্ক্ষা করে, অনুরূপ কিছু লোক কন্যা সন্তানেরও আকাঙ্ক্ষা করে। সেই সাথে এ পদ্ধতি অবলম্বনের ফলাফল নিশ্চিত নয়। উদ্দেশ্য যখন হয় সন্তানকে নিশ্চিত বা প্রবল ধারণামূলক বংশগত রোগ-ব্যাধি থেকে বাঁচানো, তখন তো সেখানে প্রয়োজনের খাতিরে লিঙ্গ নির্বাচন জায়িয হয়ে যায়।

১০. এ পদ্ধতি অবলম্বনকে জীবিত সন্তান কবর দেয়ার সাথে তুলনা করাও ঠিক নয়। কেননা এ প্রক্রিয়াতে মানুষ যে চেষ্টা করে থাকে, তা হলো সন্তান গর্ভধারণের পূর্বে, পরে নয়। সুতরাং জীবিত সন্তান কবর দেয়া ও গর্ভ ধারণের পূর্বে চেষ্টা-তদবীর করা এ দুইয়ের মাঝে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। তাছাড়া বংশগত রোগ ছেলেদের মাঝে বেশি সংক্রমিত হয়। এদিকে জাহেলি যুগে কন্যা সন্তানদেরকে হত্যা করা হতো (Uthmān 1995, 2/300)।

নির্দিষ্ট লিঙ্গের সন্তান নির্বাচনের শর্ত

নির্দিষ্ট লিঙ্গের নির্বাচন জায়িয হওয়ার প্রবক্তাগণ নির্বাচনের বল্গাহীন স্বাধীনতা প্রদান করেননি। কেননা বল্গাহীন স্বাধীনতা প্রদান করলে এর পরিণতি হবে ভয়াবহ। তাই জাতি ও সমাজকে তার ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে তারা কিছু শর্ত আরোপ করেছেন। যেমন-

১. সন্তান নির্বাচনের অনুমতি তখন দেয়া হবে, যখন জরুরত বা হাজত দেখা দিবে। আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর নামক গ্রন্থে জরুরত ও হাজতের সংজ্ঞা এভাবে করা হয়েছে, 'জরুরত' বলা হয় এমন প্রয়োজন যা পূরণ না করলে ধ্বংস বা ধ্বংসের নিকটবর্তী হওয়ার আশংকা রয়েছে। জরুরতের কারণে হারাম কাজও সাময়িকের জন্য মুবাহ (বৈধ) হয়ে যায়। যেমন, চরম ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত জন্তু হতে আহার করা বৈধ। পক্ষান্তরে, 'হাজত' বলা হয় এমন প্রয়োজন, যা পূরণ না করলে ধ্বংস বা ধ্বংসের নিকটবর্তী তো হবে না; কিন্তু খুব বেশি কষ্ট হবে। (Suyūtī 1990, 1/85)। মোট কথা, একান্ত অনন্যোপায় হলেই কেবল নির্দিষ্ট লিঙ্গের সন্তান নির্বাচন করা যাবে। শখ মেটানো, বিলাসিতা বা সাধারণ অজুহাতে এ পদ্ধতি অবলম্বন করা জায়িয হবে না।

২. এ কাজ কেবল ব্যক্তি পরিসরে করতে হবে। সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এ কাজ করা যাবে না। কোনো সংস্থা বা সংগঠনের পক্ষ থেকে এ কাজের জন্য উৎসাহিতও করা যাবে না; যেন এর ব্যাপক চর্চা না হয়।

৩. সন্তান নির্বাচনের ক্ষেত্রে দম্পতি তথা প্রত্যাশিত সন্তানের পিতা-মাতা উভয়ের সম্মতি থাকতে হবে।

৪. এ প্রক্রিয়ার সকল ধাপে বংশ পরিচয় সংরক্ষণের প্রতি পরিপূর্ণ সতর্ক থাকতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর সাথে ভিন্ন নারী ও পুরুষের শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিশ্রণের কোনো সুযোগ রাখা যাবে না। তাই পরিপূর্ণ সর্তকার পরিচয় হলো, মুসলিম দেশে কোনো এমন প্রতিষ্ঠানে এ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, যেখানে উক্ত মিশ্রণ থেকে পূর্ণ আস্থা রাখা যায়। অতএব, অমুসলিম রাষ্ট্রে কিংবা এমন প্রতিষ্ঠানে উক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করা যাবে না, যেখানে বংশধারা সংরক্ষণের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা হয় না।

৫. নির্ভরযোগ্য ও অভিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তারের সহযোগিতা নিয়ে উক্ত কাজ করতে হবে, যিনি শুধুমাত্র দম্পতির আশা পূরণের জন্যই কাজ করতে সম্মত হবেন না; বরং প্রকৃত প্রয়োজন অনুভব করেই কেবল তিনি এ কাজে সহযোগিতা করবেন।

৬. এ কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে যথাসম্ভব সতরের হিফাযত করতে হবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় ও পরিমাণ সতর খোলা রাখা যাবে না।

৭. অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো, অন্তরে এ বিশ্বাস থাকতে হবে যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বা আধুনিক প্রযুক্তি একটি মাধ্যম মাত্র, আর মূলক্রিয়া সম্পাদনকারী একমাত্র আল্লাহ তাআলা। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কোনো কিছুই সম্ভব নয়।

এসকল শর্ত পরিপূর্ণরূপে মেনে চললে এ কাজের পরিধি একেবারে সীমিত হয়ে আসবে এবং এর নেতিবাচক প্রভাব থেকে দেশ ও জাতি রক্ষা পাবে (Mayman 2006, 22/80-81)।

এ বিষয়ে ইসলামী ফিকহ একাডেমি, মক্কা আল-মুকাররামা কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ:

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد : فإن " مجلس المجمع الفقهي الإسلامي " برابطة العالم الإسلامي ، في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من ٢٢ – ٢٦ شوال ١٤٢٨هـ ، التي يوافقها ٣ - ٧ نوفمبر ٢٠٠٧م قد نظر في موضوع : " اختيار جنس الجنين " ، وبعد الاستماع للبحوث المقدمة ، وعرض أهل الاختصاص ، والمناقشات المستفيضة : فإن " المجمع " يؤكد على أن الأصل في المسلم التسليم بقضاء الله وقدره ، والرضى بما يرزقه الله من ولد ، ذكراً كان ، أو أنثى ، ويحمد الله تعالى على ذلك ، فالخيرة فيما يختاره الباري جل وعلا ، ولقد جاء في القرآن الكريم ذم فعل أهل الجاهلية من عدم التسليم والرضى بالمولود إذا كان أنثى ،

قال تعالى : (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) النحل/ ٥٨ ، ٥٩ ، ولا بأس أن يرغب المرء في الولد ذكراً كان ، أو أنثى ، بدليل أن القرآن الكريم أشار إلى دعاء بعض الأنبياء بأن يرزقهم الولد الذكر ، وعلى ضوء ذلك : قرر " المجمع " ما يلي :

أولاً : يجوز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية ، كالنظام الغذائي ، والغسول الكيميائي ، وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة ؛ لكونها أسباباً مباحة لا محذور فيها .

ثانياً : لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين ، إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية ، التي تصيب الذكور دون الإناث ، أو بالعكس ، فيجوز حينئذٍ التدخل ، بالضوابط الشرعية المقررة ، على أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة ، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من الأطباء العدول ، تقدِّم تقريراً طبيّاً بالإجماع يؤكد أن حالة المريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي حتى لا يصاب الجنين بالمرض الوراثي ، ومن ثمَّ يعرض هذا التقرير على جهة الإفتاء المختصة لإصدار ما تراه في ذلك .

ثالثاً : ضرورة إيجاد جهات للرقابة المباشرة والدقيقة على المستشفيات ، والمراكز الطبية التي تمارس مثل هذه العمليات في الدول الإسلامية ، لتمنع أي مخالفة لمضمون هذا القرار ، وعلى الجهات المختصة في الدول الإسلامية إصدار الأنظمة والتعليمات في ذلك .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه" . قرار رقم : ١١٢ (١٩/٦)

সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহর জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবী –আমাদের নবী মুহম্মাদ- প্রতি, তাঁর পরিবার পরিজন ও সাহাবাদের প্রতিও। পর কথা এই যে, রাবেতা আলামুল ইসলামী-এর অধীন ইসলামী ফিকহ একাডেমি তার ১৯তম অধিবেশনে -যা মক্কা আল-মুকাররামায় ২২-২৬ শাওয়াল ১৪২৮ হি. মোতাবেক ৩-৭ নভেম্বর ২০০৭ ঈ. সনে অনুষ্ঠিত হয়- সন্তানের লিঙ্গ নির্বাচন প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞদের আলোচনা পর্যালোচনা ও গবেষণার পর এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, একজন মুসলিমের কর্তব্য হচ্ছে, আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও নির্ধারণ বিনা দ্বিধায় মেনে নেয় এবং তিনি পুত্র বা কন্যা সন্তান যাই প্রদান করেন তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে

আল্লাহর প্রশংসা করা। মহান সৃষ্টিকর্তা যা ইচ্ছা করেন তাতেই যাবতীয় কল্যাণ নিহিত। কুরআন কারীমে জাহেলী যুগের লোকদের ঘরে কন্যা সন্তানের জন্ম হলে তা মেনে না নেয়া এবং এর প্রতি সন্তুষ্ট না থাকার দরুন তাদের প্রতি ভর্ৎসনার কথা বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তাআলা বলেন: আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে মনস্তাপে কিষ্ট হয়। তাকে যে সুসংবাদ দেয়া হয় এর কষ্টের কারণে সে নিজ সম্প্রদায় থেকে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে- হীনতা মেনে নিয়ে এ কন্যা সন্তানকে কি সে রেখে দিবে না মাটিতে পুঁতে ফেলবে। সাবধান! তারা যা চিন্তা করে তা কতই না মন্দ ((Al-Qurān, 16:58/59)।

কোনো ব্যক্তি পুত্র বা কন্যা সন্তানের প্রতি বিশেষ আগ্রহ থাকলে তাতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ কুরআন কারীমে কোনো কোনো নবীর পুত্র সন্তান লাভের দুআর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এসব কিছুর আলোকে ফিকহ একাডেমি নিম্নে বর্ণিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে:

১. প্রাকৃতিক উপকরণের সাহায্যে নির্দিষ্ট লিঙ্গের সন্তানগ্রহণ জায়িয আছে। যেমন- সুষম খাদ্য গ্রহণ, (জননেন্দ্রিয়তে) রাসায়নিক লোশন ব্যবহার, ডিম্বপাতের সময়ের প্রতি খেয়াল রেখে নির্দিষ্ট সময়ে সহবাস। এসব কিছু বৈধ উপকরণ, যা গ্রহণ করতে নিষেধ নেই।

২. একান্ত প্রয়োজন ব্যতিরেকে নির্দিষ্ট লিঙ্গের সন্তান নির্বাচনের জন্য চিকিৎসা জনিত রূপ হস্তক্ষেপ করা জায়িয হবে না। তবে যদি বংশগত এমন রোগ থাকে, যা শুধুমাত্র পুত্র বা কন্যা সন্তানের মাঝেই সংক্রমিত হয়, তাহলে সে সময় এ সমস্যা নিরসনের জন্য শরয়ী বিধিসমূহ ঠিক রেখে চিকিৎসা নেয়া যাবে। তবে শর্ত হলো, উক্ত বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রদান করতে হবে এমন একটি বিশেষজ্ঞ ও ন্যায়পরায়ণ চিকিৎসক বোর্ড কর্তৃক, যাদের সদস্য সংখ্যা হবে ন্যূনতম তিনজন, যারা একমত হয়ে এ সিদ্ধান্ত প্রদান করবে যে, এ মহিলার সন্তানকে বংশগত রোগ থেকে বাঁচাতে হলে তাকে অবশ্যই চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে। অতঃপর তাদের এ সিদ্ধান্তকে নির্ভরযোগ্য ফাতাওয়া বোর্ডের কাছে পেশ করতে হবে এবং এ বিষয়ে ফাতাওয়া বোর্ডের মতামত কী, তা সুস্পষ্ট হতে হবে।

৩. যেসকল হাসপাতাল ও চিকিৎসা সেবাদান কেন্দ্র মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে উক্ত সেবা প্রদান করছে, সেগুলো পূর্বোল্লিখিত শর্ত মেনে সেবা দিচ্ছে, না কি শর্ত ভঙ্গ করছে- এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও সূক্ষ্ম নিরীক্ষণের জন্য একটি তত্ত্বাবধানকারী কমিটি গঠন করতে হবে; যেন শর্ত ভঙ্গ করলে সেই কমিটি তা রোধের ব্যবস্থা নিতে পারে। সেই সাথে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের বিশেষায়িত একাডেমি ও বোর্ডগুলোর দায়িত্ব হলো, এ বিষয়ক যাবতীয় নীতিমালা ও তথ্য-উপাত্ত প্রকাশের ব্যবস্থা করা।

আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ এর প্রতি এবং তাঁর পরিবার পরিজন ও সাহাবাদের প্রতি। (islamqa 2018)

এ প্রসঙ্গে (المنظمة الاسلاميه للعلوم الطبيه) আল-মুনায্যামাতুল ইসলামিয়্যাহ লিল উলূমিত্তিব্বিয়্যাহ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ:

جوز إجراء عملية تحديد الجنين إذاكانت مضبوطة بالضوابط الشرعية المذكورة مع التوكل على الله ،والعلم بأن كل شيء بأمره، وأنمايسعى إليه إنما هو سبب من الأسباب إن شاء الله أمضاه ،وإن شاء أبطله ، و أن الأسباب لا تنفع بذاتها وإنما النفع حاصل بقدرة الله تعالى،لأنما يجريه الأطباء حينئذ لا يخرج فى حقيقة الأمر عما قدره الله لهما من مولود، فهو من قدر الله وسبب يجريه ليكون فى النهاية ماقضى سبحانه، والله أعلم-

অর্থ: শরয়ী বিধিসমূহ ঠিক রেখে নির্দিষ্ট লিঙ্গের সন্তান গ্রহণের জন্য চিকিৎসা গ্রহণ করা জায়িয; তবে শর্ত হলো, ভরসা থাকবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উপর। সেই সাথে এ বিশ্বাস থাকতে হবে যে, সকল বিষয় আল্লাহর নির্দেশক্রমেই সংঘটিত হয়, আর মানুষ যে চেষ্টা–পরিশ্রম করে তা শুধুমাত্র মাধ্যম স্বরূপ, আল্লাহ চাইলে সেই মাধ্যমকে সফল করতে পারেন, আবার চাইলে তা অকেজোও করে দিতে পারেন। কোনো মাধ্যমই নিজে থেকে উপকার করতে পারে না, উপকার শুধু আল্লাহর কুদরতের দ্বারাই হয়। এ বিশ্বাসের সাথে যখন চিকিৎসা সম্পন্ন হবে, তখন এর দ্বারা যে সন্তান জন্মলাভ করবে তা আল্লাহর ইচ্ছা বহির্ভূত বিবেচিত হবে না। বরং বলা হবে, এটিই আল্লাহ তাআলা কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত, আর উক্ত উপকরণ হলো- আল্লাহর ফায়সালার বহিঃপ্রকাশের একটি মাধ্যম। আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞ (daralifta 2018)।

সারকথা

নির্দিষ্ট লিঙ্গের সন্তান নির্বাচনের বিষয়টি প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছিল। এর জন্য নানা পদ্ধতি অবলম্বন করা হতো। সে পদ্ধতিগুলোর মধ্য হতে এক প্রকার হলো প্রাকৃতিক, সঠিক ঈমানী বিশ্বাসের সাথে যা গ্রহণ করতে কোনো সমস্যা নেই। দুআ এমন এক পদ্ধতি যা সরাসরি বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত। তবে সংখ্যাজ্ঞান, সৌর মাস ও চান্দ্র মাসের তারিখ হিসেবে সন্তানের লিঙ্গ নির্বাচন নিতান্তই ধারণাপ্রসূত পদ্ধতি এবং তাতে ঈমানী চেতনাবিরোধী বিশ্বাস বিদ্যমান থাকায় তা গ্রহণ করা নাজায়িয। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান এ বিষয়টিকে অনেক বেশি সহজ করে দিয়েছে। যার ফলে বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বহু ল্যাবরেটরি ও সেবাদান কেন্দ্র তৈরি হয়েছে, যেখান

থেকে নির্দিষ্ট লিঙ্গের সন্তান গ্রহণের জন্য বিশেষ খাবার, ইঞ্জেকশন, হরমোন জাতীয় ওষুধ ইত্যাদি সরবরাহ করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে আধুনিক চিকিৎসার সহযোগিতা নেয়া যাবে কি না, এ বিষয়ে পক্ষে বিপক্ষে মত রয়েছে। অনেকে নাজায়িয বলেছেন। তবে অধিকাংশ সমসাময়িক বিশেষজ্ঞ আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদ একান্ত ঠেকায় পড়ে কঠোর শর্ত সাপেক্ষে জায়িয হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। এর দ্বারা অনেক দম্পতির জীবন উদ্বেগমুক্ত হতে পারে এবং পারিবারিক জীবনে স্বস্তি ফিরে আসতে পারে। তবে কোনো এক লিঙ্গের প্রতি অনাসক্তি কিংবা ঘৃণার কারণে অথবা নিছক পুত্র ও কন্যার সংখ্যার মাঝে সমতা তৈরি কিংবা সাধারণ অজুহাতে কোনো বিশেষ লিঙ্গের সন্তান নির্বাচন করা কারো মতেই অনুমোদিত নয়।

Bibliography

Al-Qurān al-Karīm

ʻAbdur Rashīd, Qāsim (1422H). *Ikhtiyāru Jinsil Jānīn*, Dirāsah Fikhiyyah Tibbiyyah. Taif: Dārul Bayān al-Hadītha.

Abū Ḥanīfa, Nuʿmān. 1985. *Al-Musnad*. Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyah.

Ajmal, G. and Asmat, G. 2016. biology- 2nd part. class-11-12. NCTB (National Curriculum and Text Book Board) Bangla Bajar.Gazi Publishers Dhaka.

Al- Bukhārī, M. I. 1987. *Saḥīḥ Al- Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kathīr.

Al-Bār, D. M. 2000. *Khalqul Insān Bainattibbi Wal Qurān*. Jidda: Dāru Saʿūdiyyah.

Al-Bār, D. M. ND. *Ikhtiyāru Jinsil Janīn*. Mocca Mukarrama: Maktabah Islāmiyyah.

Al-Lajnah Ad-Dayima, Al-Lajah al-Dayima Lil Buhusil Ilmiyyah wa al-Ifta. 1411H. Fatawa Al-Lajah al-Dayima Lil Buhusil Ilmiyyah wa al-Ifta. Riyadh: Dār al Muayyid.

Al-Qardāwī, D. Y. (1983). *Nadwatut Injāb Fī Dauʾl Islām*. Kuyet: Al-Munazzamatul Islāmiyyah.

Ashqar, ʻUmar. ND. *Nadwatut Anjāb Fī Dauʾl Islām*.

Az-Zuḥailī, Waḥbah. (1418). *At-Tafsīrul Munīr*. Damesque: Dārul Fikril Muʿāṣir.

Center for human reprod. 2005. www.centerforhumanreprod. com/ services/ infertility reatments/ genderselection,

CHR, Center for Human Reproductio. 2014. Preimplantation Genetic Diagnosis. https://www.centerforhumanreprod.com/ services/infertility-treatments/pgd/. last updated on November 15, 2014, retrived on 01/04/2018.

Collins. 2014. Collins English Dictionary. uk: Harper Collins Publishers Ltd.

D.Muṣliḥ ND. *Rūyatun Sharʿiyyatun Fī Taḥdīdi Jinsil Janīn*.

Fadal Abbāsī, H. 1995. Qadāya Tibbiyah Muʿāsarah.

Hoqqī, Ismaʿīl. ND. *Rūhul Bayān Fī Tafsīril Qurān*. Beirut: Dārul Fikr.

http: //www. arab-hams. com/ home. php?

http://dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=3512&LangID=1.

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3224.

http://islamqa.info/ar/ref/140157

http://islamqa.info/ar/ref/140157 (http://daralifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=3512&LangID=1)

http://majles.alukah.net/t28409/ Cited: 27-08-2014).

http://www.feqhweb.com/vb/t2795.html. 2014.

Ibn ʻAbd al Jauwād, D. Muḥammad. 1422H. *Al-Masāʾilut Tibbiyyah Al-Mustajiddah*. Briten: Majallatul Ḥikmah.

Ibn ʻAbd al-Jauwād, D. Muḥammad. 2001, *Al-Masāʾilut Tibbiyyah Al-Mustajiddah*. Briten: Dārul Ḥikmah.

Ibn Ḥambal, A. B. (2001). *Al Musnad*. Muassasatur Risālah.

Ibn Kathīr, I. U. 1999. *Tafsīr-E- Ibn Kathīr*. Beirut: Dāru Taybah.

Ibn Nujaim, Z. I. 1403H. *Al-Ashbāh Wan Nazāʾir*. Beirut: Dārul Fikr, Dameshqe.

Jones, D. L. ND. Genetics: Principles and Analysis. Sudbury, Massachusetts: Jones and Bārtlett Publishers.

Kamāl, K. 1990. *Ikhtiyāru Jinsil Maulūd*. Madīna Munauwara: Dāruz-Zamān.

Khālid Bakar k. 1420H. *Hal tastaṭīʿu Ikhtiyāra Jinsi Maulūdika*. Daruz Zamān. Madīna Munauwara.

Khosrū, M. ND. *Durarul Ḥukkām Shorhu Gurarил Aḥkām*. Beirut: Dār Ihiyịa al-Kutub Al-ʻArabiyyah.

Maḥmūdī, A. Q. 1995. Kadāya Tibbiyah Mủāṣarah Fī Dauỉsh Shorỉah Al–Islāmiyyah. Amman: Dārul Bashīr.

Mayman, N. A. 2005. *Ḥukmu Ikhtiyāri Jinsil Janīn*. Mocca Mukarrama: Al-Majmảul Fikh Al-Islāmī.

Mayman, N. A. 2006. *Ikhtiyāri Jinsil Janīn minal manẓūr al-Sharỉī* Mocca Mukarrama: Al-Majmảul Fikh Al-Islāmī.

McSweeney, L. 2011. Successful Sex Pre-selection using Natural Family Planning. McSweeney, Léonie (March 2011). "Successful Sex Pre-selecAfrican Journal of Reproductive Health, 79–84.

Muslim, Abul Ḥasan Muslim Ibnul Ḥajjāj Al–Qushairī, An-Nishāpūrī. 2006. Al-Musnad al-Ṣaḥīḥ. Riyādh: Dāru Ṭayba.

Nujaymī, Muḥammad Ibn Yaḥyā. Tahdīdu Jinsil Janīn. Macca Mukarrama: Al-Majmảul Fiqhi Al-Islāmī.

Paliwal, K. a. 2014. A Brief Review On In-Bitro Fertilazation:An Advanced And Miraculous Gateway For Infertiliey Treatments. World Journal Of Pharmacy And Pharmaceutical Sciences .

Qarḍāwī, usuf, D. 1424H. *Fatāwa muāṣarah.*Dārul Qalam. Kuyet.

Qurtubī, I. *Tafsīr-E-Qurtubī*. Qairo: Dārul Kutub Al-Miṣriyyah.

Qutub, S. (2011). Tafsīre Ẓīlālul Qurān. Beirut: Dārush-Shuruk.

Rāzi, F. 1420H. At-Tafsīr al- Kabīr. Beirut: Dār Iḥyā̉ Turāth Al-ʻArabī.

Ruffenach, S. C. 2009. Test-Tube Baby. The Embryo Project Encyclopedia.

Shettles, Landrum Brewer & Rorvik, David M. 2006. How to Choose the Sex of Your Baby: The Method Best Supported by Scientific Evidence. Broadway Books.

Suyūtī, J. 1403H. Al-Ashbāh Wan-Nazā̉ir. Beirut: Dārul Kutub Al-Islāmiyyah.

Thābit, I. A. 1985. Musnadu Abī Ḥanifa. Beirut: Dārul Kutub Al-Islāmiyyah.

Uthmān, C. ND. Qadāyā Tibbiyah Muā̉ṣarah.

Warnock, M. 1991. Reflections On the New United Kingdom legislaton On Human Fertilization and Embryology. IDHL.

wikipedia. 2018. *Shettles Method*. https://en.wikipedia.org/wiki/Shettles_method, This page was last edited on 2 March 2018, at 07:35.

Wilcox, A. J., Weinberg, C. R., & Baird, D. D. (1995). Wilcox, Allen J.; Weinberg, Timing of Sexual Intercourse in Relation to Ovulation — Effects on the Probability of Conception, Survival of the Pregnancy, and Sex of the Baby. Wilcox, Allen J.; Weinberg, Clarice R.; Baird, Donna D. (1995). "Timing of Sexual InteNew England Journal of Medicine, 1517-21.

www.layyous.com. (2014). Ikhtiyaru Jinsil Maolud.